কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.১৫৮

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ / ১১ মে ২০২৩

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী) আবাদ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ ১৬২০.২৭ লক্ষ (ষোল কোটি বিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার অর্থ ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলণের সরকারি মঞ্জুরি আদেশ।

মহোদয়,

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতের বরাদ্দকৃত ৫০০০০.০০ লক্ষ (পাঁচশত কোটি) টাকার মধ্যে '৩২৫১১০৫-সার' উপখাতে ১২৫০০.০০ লক্ষ (একশত পঁচিশ কোটি) টাকা হতে ১৩৩.২০ (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) লক্ষ টাকা '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' খাতে বরাদ্দকৃত ৩১৫০০০.০০ লক্ষ (তিনশত পনেরো কোটি) টাকা হতে ৪৯৯.৬৮ লক্ষ (চার কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার) ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে ৬০০০.০০ লক্ষ (ষাট কোটি) টাকা হতে ৯৮৭.৩৯ লক্ষ (নয় কোটি সাতাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) সর্বমোট ১৬২০.২৭ লক্ষ (ষোল কোটি বিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ (নাবী) আবাদ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদের বিভাজন, ০৩ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য ১৯ টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটির অনুকূলে এতদ্বারা অর্থছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল।

০২। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের (নাবী জাত) মাধ্যমে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	উপকরণের পরিমাণ (মেঃ টন)				উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
			বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
							বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	চারা উৎপাদন খরচ	পরিবহণ ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট অন্যান্য অনুদান	
১	রাজশাহী	২০০০	২.০০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৫৫.৫২০০	৭.৬০০	৭.২০০	১৪.৮০০	১০৭.৬৮	১.২৩০০	০.৮০	১০৯.৭১	১৮০.০৩০০
২	নওগাঁ	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	৫৩.৮৪	০.৬১৫০	০.৪০	৫৪.৮৫৫	৯০.০১৫০
৩	নাটোর	৭০০	০.৭০০	১৪.০০	১৪.০০	২৮.০০	১৯.৪৩২০	২.৬৬০	২.৫২০	৫.১৮০	৩৭.৬৮৮	০.৪৩০৫	০.২৮	৩৮.৩৯৮৫	৬৩.০১০৫
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫০০	১.৫০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৪১.৬৪০০	৫.৭০০	৫.৪০০	১১.১০০	৮০.৭৬	০.৯২২৫	০.৬০	৮২.২৮২৫	১৩৫.০২২৫
৫	রংপুর	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	৫৩.৮৪	০.৬১৫০	০.৪০	৫৪.৮৫৫	৯০.০১৫০
৬	গাইবান্ধা	৫০০	০.৫০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১৩.৮৮০০	১.৯০০	১.৮০০	৩.৭০০	২৬.৯২	০.৩০৭৫	০.২০	২৭.৪২৭৫	৪৫.০০৭৫
৭	নীলফামারী	৫০০	০.৫০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১৩.৮৮০০	১.৯০০	১.৮০০	৩.৭০০	২৬.৯২	০.৩০৭৫	০.২০	২৭.৪২৭৫	৪৫.০০৭৫
৮	যশোর	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০০	৩.৮০০	৩.৬০০	৭.৪০০	৫৩.৮৪	০.৬১৫০	০.৪০	৫৪.৮৫৫	৯০.০১৫০
৯	ঝিনাইদহ	১৫০০	১.৫০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৪১.৬৪০০	৫.৭০০	৫.৪০০	১১.১০০	৮০.৭৬	০.৯২২৫	০.৬০	৮২.২৮২৫	১৩৫.০২২৫
১০	মাগুড়া	৫০০	০.৫০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১৩.৮৮০০	১.৯০০	১.৮০০	৩.৭০০	২৬.৯২	০.৩০৭৫	০.২০	২৭.৪২৭৫	৪৫.০০৭৫
১১	কুষ্টিয়া	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২০	৪.৫৬০	৪.৩২০০	৮.৮৮০	৬৪.৬০৮	০.৭৩৮০	০.৪৮	৬৫.৮২৬০	১০৮.০১৮০
১২	চুয়াডাঙ্গা	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২০	৪.৫৬০	৪.৩২০০	৮.৮৮০	৬৪.৬০৮	০.৭৩৮০	০.৪৮	৬৫.৮২৬০	১০৮.০১৮০
১৩	মেহেরপুর	৫০০	০.৫০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১৩.৮৮০০	১.৯০০	১.৮০০	৩.৭০০	২৬.৯২	০.৩০৭৫	০.২০	২৭.৪২৭৫	৪৫.০০৭৫

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন/বিঘা)	উপকরণের পরিমাণ (মেঃ টন)				উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
			বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান'				
							বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	চারা উৎপাদন খরচ	পরিবহণ ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	মোট অন্যান্য অনুদান	
১৪	দিনাজপুর	২০০০	২.০০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৫৫.৫২	৭.৬০	৭.২০০	১৪.৮০০	১০৭.৬৮	১.২৩	০.৮০	১০৯.৭১	১৮০.০৩০০
১৫	ঠাকুরগাও	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২	৪.৫৬	৪.৩২০	৮.৮৮০	৬৪.৬০৮	০.৭৩৮	০.৪৮	৬৫.৮২৬	১০৮.০১৮০
১৬	পঞ্চগড়	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২	৪.৫৬	৪.৩২০	৮.৮৮০	৬৪.৬০৮	০.৭৩৮	০.৪৮	৬৫.৮২৬	১০৮.০১৮০
১৭	ময়মনসিংহ	৩০০	০.৩০০	৬.০০	৬.০০	১২.০০	৮.৩২৮	১.১৪	১.০৮০	২.২২০	১৬.১৫২	০.১৮৪৫	০.১২	১৬.৪৫৬৫	২৭.০০৪৫
১৮	জামালপুর	১০০	০.১০০	২.০০	২.০০	৪.০০	২.৭৭৬	০.৩৮	০.৩৬০	০.৭৪০০	৫.৩৮৪	০.০৬১৫	০.০৪	৫.৪৮৫৫	৯.০০১৫
১৯	টাঙ্গাইল	১০০	০.১০০	২.০০	২.০০	৪.০০	২.৭৭৬	০.৩৮	০.৩৬০	০.৭৪০০	৫.৩৮৪	০.০৬১৫	০.০৪	৫.৪৮৫৫	৯.০০১৫
মোট		১৮০০০	১৮.০০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৭২০.০০	৪৯৯.৬৮	৬৮.৪০	৬৪.৮০০	১৩৩.২০	৯৬৯.১২	১১.০৭	৭.২০	৯৮৭.৩৯	১৬২০.২৭০

মন্তব্য

* প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ১.০০ কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ পাবেন। অথবা প্রতিষ্ঠানে ৫ শতক বীজতলায় উৎপাদিত চারা পাবেন।
* প্রতি কৃষকের জন্য কর্মসূচিতে ব্যয় ৯০০০.০০ টাকা ।
* পরিবহণ ব্যয় প্রতি কেজি সারের জন্য ১.৫ টাকা, আনুষঙ্গিক ব্যয় ১.০০ টাকা
* উপকরণের একক মূল্যঃ বীজ প্রতি কেজি ২৭৭৬.০০ টাকা, ডিএপি প্রতি কেজি ১৯.০০ টাকা, এমওপি প্রতি কেজি ১৮.০০ টাকা (মিল গেইট মূল্য)।
* বিঘা প্রতি চারা উৎপাদন খরচ ৫৩৮৪.০০ টাকা।

০৩। '২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষকদের মাঝে খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৪। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে;

২. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক (প্রয়োজনে মাঝারি কৃষক) নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এ পদ্ধতি ও সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক (সেরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd ও moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৫. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ৫ জন কৃষক নির্বাচন করা, যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে সর্বাধিক ১ (এক) বিঘা জমির জন্য সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৬. খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ২০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। তালিকাভূক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। এ কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

৭. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরীখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিএডিসি'র না দাবী গ্রহণ সাপেক্ষে অবশিষ্ট একই মানের চারা পরিচালক (সরেজমিন উইং) মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

৯. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্ক্ষিত মানের হতে হবে এবং সার গুনগত মানসম্পন্ন হতে হবে। এ কর্মসূচির আওতায় আবাদকৃত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, নির্বাচিত কৃষকের স্বাভাবিক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের অতিরিক্ত হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ ও সার কাঙ্ক্ষিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

১০. প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থাৎ মানসম্পন্ন চারা বিতরণ ও রোপন সম্পর্কে কৃষককে নিয়মিত পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থেকে উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন;

১১. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া বিতরণকৃত এ তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১২. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৩. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যাতে না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.১৫৮

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ / ১১ মে ২০২৩

আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

তারিখ :

নং-

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(হোসেন আহমেদ)
উপসচিব
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

তারিখ : ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ / ১১ মে ২০২৩

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.১৫৮

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১৯ জেলা)।
৯. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।**
১০. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১৯টি জেলা)।
১৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৬. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ১৯ টি জেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৭. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য)।**
১৮. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১/০৫/২০২৩

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা

'২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি'

প্রণোদনার উদ্দেশ্যঃ

১. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা বৃদ্ধিকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ ও পতিত জমিগুলো আবাদের আওতায় আনা এবং পেঁয়াজের ঘাটতি কমানো;

২. দেশের বিভিন্ন জেলায় পতিত ও সাময়িক পতিত জমি আবাদের আওতায় এনে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;

৩. কৃষককে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও বীজ উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা।

প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাঃ

পেঁয়াজ প্রধান প্রধান মসলাজাতীয় ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছরই বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশে সাধারণত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ হয় না। বর্ষার শেষে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পেঁয়াজের ঘাটতি কমিয়ে স্বয়ং নির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

প্রত্যাশিত সুফল:

প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ১৮০০০ বিঘা (২৪০০ হেক্টর) জমিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব হবে। এতে প্রায় ২৪০৫০ মেট্রিক টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে যার মূল্য ৭২১৫.০০ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয় প্রতি বিঘায় সরকারি সহায়তায় ৯০০০.০০ টাকা এবং কৃষকের নিজস্ব ব্যয় (সার+রোপন+আন্ত: পরিচর্যা+কর্তন+মাড়াই ইত্যাদিসহ) ১২০০০.০০ টাকাসহ মোট বিঘা প্রতি ব্যয় ২১০০০.০০ টাকা। সে হিসাবে কর্মসূচিভূক্ত ১৮০০০ বিঘা জমিতে (২৪০০ হেক্টর) মোট উৎপাদন ব্যয় ৩৭৮০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১ টাকা ব্যয় করে আয় হবে ১.৯০ টাকা।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/বাফার গুদাম/বিক্রয়কেন্দ্র/মিল গেট/বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে;

২. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বিগত বছরের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদের জমি এবং চলতি খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন এবং তদানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক (প্রয়োজনে মাঝারি কৃষক) নির্বাচন করে অগ্রাধিকার খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এ পদ্ধতি ও সরকারি আদেশে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd ও moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৪. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

৫. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ৫ জন কৃষক নির্বাচন করা, যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে সর্বাধিক ১ (এক) বিঘা জমির জন্য সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৬. খরিপ/২০২৩-২৪ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ২০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। তালিকাভুক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। এ কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

৭. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরীখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

৮. এ কর্মসূচির আওতায় **বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত** গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে বিএডিসি'র না দাবী গ্রহণ সাপেক্ষে অবশিষ্ট একই মানের চারা পরিচালক (সরেজমিন উইং) মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে;

৯. এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণযোগ্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জাতের কাঙ্ক্ষিত মানের হতে হবে এবং সার গুনগত মানসম্পন্ন হতে হবে। এ কর্মসূচির আওতায় আবাদকৃত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, নির্বাচিত কৃষকের স্বাভাবিক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের অতিরিক্ত হতে হবে। কোন অবস্থাতেই বীজ ও সার কাঙ্ক্ষিত মানের না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

১০. প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থাৎ মানসম্পন্ন চারা বিতরণ ও রোপন সম্পর্কে কৃষককে নিয়মিত পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা থেকে উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন;

১১. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া বিতরণকৃত এ তালিকা ডিএই'র জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১২. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে** input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৩. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যাতে না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

২৭/০৫/২০২৬

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

(পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-input2@moa.gov.bd/ moa.input2 @gmail.com-এ **প্রেরন করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)**

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

নং	কৃষকের নাম	পিতা ও মাতার নাম	কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	কৃষকের মোবাইল নম্বর	প্রদর্শনী ও এ্যাডাপশন বাবদ সহায়তা প্রাপ্ত বীজ ও সারের পরিমাণ	ফসল উৎপাদন পর্যন্ত সার, বীজ কীটনাশক এর ব্যবহার/ ম্যানেজমেন্টের জন্য উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা
					বীজের নাম ও জাত- বীজের পরিমাণ- সারের পরিমাণ-	